দৈনিক বাংলা

02

তারিখ 20-FEB-1989

5 3

কলাম

বই পড়া আর বই কেনা

জমজমাট ও জমজমাট বই-মেলা এখন অনেকের কাছেই আগ্রহের ও আকর্ষণের। শেষ বিকেলে গ্রন্থমেলার চত্বরে পৌঁছানোর আশায় কেউ কেউ হাতের কাজ দ্রুত সেরে নেন। ফেব্রুয়ারীর বইমেলার গুরুত্ব এ দিয়েই কিছুটা অনুমান করা যায়।

'অনুমান' এজন্য যে আসলেই বইমেলার তাৎপর্য সমভাবে সর্বত্র প্রতিফলিত নয়। না, এখনও নয়। এখনও মেলায় ভিড় করা মানুষেরা যতটা দেখেন, ততোটা কেনেন না। নেড়ে-চেড়ে দেখে-টেখে বই রেখে দেন, নেন না। হয়তোপরস্পর আলাপ-আলোচনাও করেন বই প্রসঙ্গে, প্রশংসাও চলে উচ্চকণ্ঠে—কিন্তু বই নেয়ার রাজ্যের বাধা এসে মনে বাসা বাঁধে। এ বাধা কিসের? পয়সা কড়ির? সত্য বটে, বইয়ের দাম বাড়ছে, তুলনামূলকভাবে বইও মূল্যমানের শীর্ষে থাকলে, তবু এও সত্য, বইয়ের দাম এখনও আর পাঁচটা আবশ্যকীয় ও বিলাস-পণ্যের চেয়ে অনেক কম। তাহলে? নিত্যপ্রয়োজনীয় হিসাব ছেড়ে দিলেও রজনী গন্ধার দুটি বৃন্তের দামও তো পঁচিশ-তিরিশ—থোকা গুচ্ছ হলে তো কথাই নেই। কৃত্রিম সুগন্ধি কি তিন-চার শোর নিচে আছে? এও তো নিম্নমানের। ভালো নামী হলে তো টাকায় হাজারও ছাড়িয়ে যায়। দামী পারফিউম কি দোকানে পড়ে থাকে?

আমরা তো শ' শ'-এ টাকা দিয়ে জুতো কিনছি। কিনতে বাধ্য হচ্ছি। একটু রেডিমেড ব্লাউজ পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ ব্লাউজ পীস পঞ্চাশ-ষাট, একটি কামিজ সেট কম করেও দেড়-দু শো, একটি ছাপা, তাঁত, মিলের শাড়ি শ'-দেড়শ ছাড়িয়ে যাবে যাবে খুব সাদামাটা হলেও। একটি পাঞ্জাবি, সাফারি বা স্যুট পীসও শয়ে শয়ে টাকা ছাড়া কথা নেই। একই কথা কাচ এল্যুমিনিয়াম থেকে শুরু করে রুপো, সীসা, তামার যাবতীয় দ্রব্যের। ছবির ফ্রেম, ছবি অ্যালবাম একটু শখের কিছু, যেমন চাদর, পাওডার, ঘড়ি, সবই তো দামের খপ্পরে—সুলভ বলতে কিছু আছে নাকি?

সাধারণ মানুষের বিলাসিতা যে একটু বাইরে খাওয়া, যা সহসা হয় না, তারও দশা কি? তিন তারা, পাঁচ তারা হোটেল না হোক—নিতান্ত ঐ 'চাইনীজ' ভোজটা? খুব না, আর কমও না। এসবের তুলনায় বইয়ের দামটা চোখে লাগে কেন—এটাই বড় জিজ্ঞাসা। রুপোর চামচ নিয়ে আমরা জন্মাইনি। আমাদের সকলেরই ঘরে, সংসারে, মনে সংকট, দ্বিধা, কষ্ট। তবু আমরা সীমিত উপার্জনে মোটামুটি জোড়াতালি দিয়ে চলছি, এই চলায় কোনটাকে ঠেলে রাখছি? রাখতে পারছি?

জীবন যাপনের দর্শন যেমনই হোক—এর মান অন্যের চোখে সাধ্যমত তুলে ধরতে আমরা প্রয়াসী। এমন কি দরকার হলে প্রতিযোগিতায়ও নামতে পারি। ঋণ করেও ঘি কিনি—সমাজে মাথা উঁচু করার জন্য দরকার হলে ঘরের অমূল্য পদার্থও বেচে দিই। অগ্নিমূল্যে বাসা ভাড়া নিই, বাড়িঅলার চাপে বছর-অর্ধ বছরের আগামও মেটাই। অসত্য নয়, এতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যায়। বেঁচে থাকা অশেষ ক্লেশের মনে হয়, তবু তো টাকা সংগ্রহ হয়েই যায়। নইলে চলছি কি করে.

তবু মনোজগতের একটি স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে ভালো লাগার জন্যই মূল্য দেয়া, যা টানে, তার দিকে ঝুঁকে পড়া। আকর্ষণের কাছে মূল্যমান তেমন প্রতিবন্ধক নয় যদি আরাধ্য বস্তু কিছুটা হলেও নাগালের মধ্যে হয়। বই কিন্তু জামা শার্ট, চুড়ি-প্রসাধনী, এমন কি সৌখিন চুলবিন্যাস খরচার ধারে-কাছে এখনও ঘেঁষেনি। অথচ বই কিনতে গেলেই চেঁচামেচি। এত বাছাবাছি। বইমেলায় গিয়ে বই স্টলগুলো দেখে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে যারা না কিনে ফেরেন, তারাই অনেকে ফেরার পথে খাবার দোকানে গিয়ে কাটলেট, পিঠা, খিঁচুড়ি থেকে শুরু করে সপরিবারে যাবতীয় স্বাদু খাবার মহামূল্যে চাখেন। এক বিকেলের সবান্ধব চা খাওয়ার যা বহর, তার কিছুটাও যদি পরিকল্পনা করে বইয়ের জন্য নিবেদিত হত, স্টলের বইগুলো দ্রুত ফুরিয়ে যেত।

বইমেলায় আনীত বইয়ের সংখ্যা তুলনা করলে হয়তো আশাবাদী হওয়ার মতো কারণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই নগরীর জনসংখ্যা, শিক্ষিত জনসংখ্যাই, যদি হিসেব করা যায়, তাহলে ঐ আশা রূপ নেবে নিরাশায়.

বই ভালোবাসেন যারা, তারা হয় প্রকাশক, নয় লেখক। আশ্চর্যের বিষয়—লেখকদের মধ্যেও পাঠক কম; অন্য যারা বই-প্রেমিক তারা ছাত্র সম্প্রদায়ের একটি অংশ। ছাত্রসমাজের অংশ বিশেষ এই পাঠককুল গোটা পাঠকগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ। এদের মধ্যে আবার অতি-আগ্রহী অংশটি হচ্ছে কিশোর ও শিশু। কাঁচা বয়সের পাঠকদের অবশ্য নিস্পৃহ করে ফেলা সহজ। যেমন বছর দুই আগে বইমেলায় শিশু যখন জিদ ধরে একটি লালনীল রঙের ছড়ার বই কিনবেই সে, বুদ্ধিমতী জননী স্তোক দিয়েছিলেন এই বলে, 'ঘরে চলো, সেভেন আপ দেব কিনে।'

শিশু ও কিশোর মন না-পেয়ে বই ভুলে যায়, তরুণ সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়ে অবশ্য ক্যাসেট, জমানো আসর বা অন্য ধরনের আমোদে মন দেয়। অথচ একটি বই কতো সহজেই তাদের জন্য এনে দিতে পারত নির্মল আনন্দের ঠিকানা, কত সহজেই তারা তৈরি হতে শিখত ভবিষ্যতের জন্য—বেরিয়ে আসত তাদের মধ্য থেকে অনেক মেধা প্রতিভা। পড়ার বয়সে বাইরের বই ছেলেদের মগজ ধ্বংস করে, এমন ধারণা আজও বদ্ধমূল অনেকের মনে। পাঠের জন্য নির্ধারিত বই ছাড়া আর যে-কোন বইই 'বাইরের বই'। এমনি করেই অংকুরেই বিনাশ করা হয় শৈশব ও কৈশোরের বই পড়ার স্বাভাবিক প্রবণতাকে।

ইচ্ছে করেই আমরা দেউলে বনছি। কখনও প্রাচীন সংস্কার কখনও অতি-আধুনিকতার বাহার—বই পড়ার অভ্যাস রপ্ত করা দূরে থাক, বই পাঠের স্পৃহা টুঁটি চেপে হত্যা করছি। বই মানে এখনও পত্রিকা, পত্রিকা হালকা মেজাজের, হালকা বিষয়ের, ঐসব পত্রিকাই টেবিলে র‍্যাকে থাকে, থাকে থরে থরে। সে সঙ্গে টিভি, ভিসিআর বেসুমার চলে।

অভিজাত বিপণি কেন্দ্রে অধুনা দামী সামগ্রীর সঙ্গে এক কোনায় দু-চারটি বই শোভা পায়। ঐসব বিতানের একটি মাত্র পাপোশ বা বাজে কাগজের ঝুড়ির যে দাম, তা ঐখানে সজ্জিত সবকটি বইয়েরও এক সঙ্গে নয়।

বিত্তবানকে দায়ী করে সান্তনা থাকতে পারে, সার্থকতা নেই। বিত্তবান শ্রেণীর আমদানীকৃত স্টাইল, রমা রমা ফ্যাশন হয়ে যায়; ফ্যাশন হয় তা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লুফে নেয় বলেই, অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বিত্তবানদের অন্ততঃ মেধায়ও চালিত করার চেষ্টা মেধাবী সাধারণ বিত্তদের নেই। থাকলে এই পাঠস্পৃহা দিয়ে তাদের আনন্দের জৌলুষকে পরাস্ত করা যেত, স্তিমিত করা চলত অপসংস্কৃতিকে।

পাঠাভ্যাস আমাদের নেই—এই [illegible] আমরা পাঠ-বিমুখ, বই-বৈরী। এজন্য দায় আমাদের সকলের। স্কুল-কলেজে লাইব্রেরী নেই, পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী নেই; ঘরে ঘরে বইয়ের কথা নেই। বাচ্চাদের একটি ছোট্ট গাড়ি যেখানে পঞ্চাশ টাকার বেশি, সেখানে বাচ্চাদের একটি বই একেবারে চার-পাঁচ রংয়ের অফসেট কাগজ ছাপা না হলে কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে—এই সামান্য টাকাটাই বইয়ের জন্য খরচের মন নেই। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। একটি বইয়ের জন্ম একুশের মেলা না হলে খবরও হয় না। বইয়ের খবর পত্রিকার বিশেষ দিনের বিশেষ পাতার বিষয়, তাই পড়ে পড়ে জমা হয়, প্রচার মাধ্যমেও তাই।

এমন বই নিস্পৃহ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে একুশের বই মেলার অবদান অপরিসীম। অনিচ্ছুক কিছু মনকে টেনে মেলায় আনা এবং সঙ্গীত ক্যাসেট একুশের সঙ্গে মিশিয়ে দু চারটে বই হাতে তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া প্রকাশক লেখক এবং খাঁটি বই-প্রেমিকদের একত্রীভূত করা আর সেই সঙ্গে ভাবতে অনুপ্রাণিত করা।

বইমেলা চিরে চিরে পুরো পরিস্থিতি দেখতে সাহায্য করে। মানুষের মনকে বইয়ের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে সহযোগিতা দিতে পারে। যে মূল্যকে ঠকে পার পান সাধারণ অসাধারণ ক্রেতা-গণ, সেই মূল্যই যে কমিয়ে রাখার পথ বের করতে হবে—সে সম্পর্কেও ফলপ্রসূ পথ বের করা সহজ হতে পারে। মূল্য একমাত্র অন্তরায় না হলেও প্রধান অন্তরায় এবং তা প্রকাশকের কাছে। যাঁরা লোভনীয় লাভজনক পণ্য ছেড়ে বইয়ের মতন বস্তু নিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করবেন—তাঁরা স্রোতের বিপরীতের। এই অগ্রযাত্রীদের অর্থের নিশ্চয়তা দেয়া দরকার আছে। সমৃদ্ধি না হোক, অন্তত স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ না হোক নিদেনপক্ষে স্বস্তি। তাহলেই প্রকাশক পাওয়া যাবে—তৈরি হবে লেখক। এর সঙ্গে পথ খুলবে বই বিকিকিনির। আধুনিকতার বাহ্যিক চমক মনে স্থায়ী আবেদন ফেলতে পারে না—এর ব্যূহ থেকে ফিরে আসার পথ পেলে মন ফিরে আসবেই। বিনাশ বা লয় মনের ধর্ম নয়, সৃজনশীলতাই চিরকালের মনকে টানে গভীরভাবে।

এই প্রেক্ষিতে বইমেলাকে তার যোগ্য মাপকাঠিতে মাপজোখ করে একে কেন্দ্র করে সুস্থ বই আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার আছে।

—হোসনে আরা শাহেদ